122

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 JAN 1996
পৃঃ ৩ কলাম ৫

৩টি জেলার প্রাথমিক শিক্ষার করুণ অবস্থা

চাঁদপুর জেলায় শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র সংকটসহ গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে। কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি খুবই হতাশাব্যঞ্জক। ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রায় ১ লক্ষ সেট বই এর প্রয়োজন হইলেও পাওয়া গিয়াছে মাত্র ৯ হাজার। খবর ইত্তেফাক-এর সংবাদদাতাদের।

চাঁদপুর ঃ চাঁদপুর জেলার গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, আসবাবপত্র সংকটসহ গৃহে স্থান সংকুলান না হওয়ায় প্রাথমিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যাহত হইতেছে।

এই জেলার সর্বত্র প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষা পদ্ধতিত পাঠদান চলিতেছে। এই জেলার ১ লক্ষ ৭০১ দশমিক ৬৩ কিঃ মিঃ আয়তনে লোকসংখ্যা ১৭ লক্ষ ৯৬ হাজার ২২৪ জন। জেলার ৭টি থানায় ২টি সরকারী কলেজ ২১টি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ৫টি কামিল, ৪৬টি ফাজিল, ৩১টি আলীম, ৬০টি দাখিল এবং ৫টি

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

৩টি জেলার

রেজিষ্টার্ড ও ৩৪টি রেজিষ্ট্রেশন-বিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। গত শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৬৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের তথ্য মতে, অষ্টগ্রাম থানায় গতবছর ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে নিয়মিত উপস্থিতির হার ছিল শতকরা ৫৯ ভাগ, ইটনা থানায় ৫৭ ভাগ, মিটামইন থানায় ৫৭ ভাগ ও নিকলী থানায় ৫৯ ভাগ। তবে বাস্তব চিত্র আরও হতাশাব্যঞ্জক হইবে বলিয়া জানা যায়। সরকারী হিসাব মতে গত শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন বিদ্যালয় হইতে ঝরিয়া পড়া ছাত্র-ছাত্রীর হার ছিল অষ্টগ্রাম থানায় শতকরা ৬ দশমিক ৬ ভাগ, ইটনা থানায় ৭ দশমিক ১ ভাগ, মিটামইন থানায় ৭ দশমিক ২ ভাগ ও নিকলী থানায় ৪ দশমিক ২ ভাগ। চারটি হাওর থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সঠিকভাবে তদারকি না হওয়া, অভিভাবকদের অসচেতনতাসহ বিভিন্ন সমস্যার কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের অনুপস্থিতি ও ড্রপ আউটের হার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ঠাকুরগাঁও : ঠাকুরগাঁও জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য প্রায় ১ লক্ষ সেট বই-এর প্রায়োজন হইলেও পাওয়া গিয়াছে মাত্র ৯ হাজার। ঠাকুরগাঁও সদর থানাতেই ২১হাজার সেট বই-এর চাহিদা থাকিলেও সরবরাহ করা হইয়াছে মাত্র ১ হাজার ৯ শত সেট। সবচেয়ে করুণ অবস্থা কোমলমতি ১ম ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের। প্রতি ক্লাসে গড়ে যেখানে ১৫০ সেট বই দরকার সেইখানে প্রতি ক্লাসে মাত্র ৫ সেট করিয়া বই বিতরণের জন্য দেওয়া হইয়াছে। উল্লেখ্য, এই বৎসর প্রতি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের নিকট হইতে তাহাদের পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া সেই পুরাতন ছেঁড়া, ফাটা জরাজীর্ণ বই নবাগত শিশুদের হাতে তুলিয়া দেওয়ার কথা। কিন্তু শিশুরা এই পুরাতন ও ছেঁড়া বই গ্রহণ করিতেছে না। শিশুরা বই-এর জন্য কাঁদিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। বই-এর জন্য অনেক শিশু স্কুলে যাইতেছে না। শিক্ষকগণ জানান, পুরাতন বই- বিতরণ করিতে প্রতিদিনই অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিতেছে। পুরাতন বই শিশুরা পথে-ঘাটে পানিতে ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছে। পুরাতন বই এর অনেক পাতা না থাকায় ক্লাসে অসুবিধা হইতেছে। এই অবস্থায় নতুন ৫ সেট বই বিতরণ সম্ভব হইতেছে না।

এদিকে শহরের বই-এর দোকান গুলিতে অধিক মূল্যে নতুন বই পাওয়া যাইতেছে। দোকানদারগণ গোপনে এই বই বিক্রয় করিতেছে। অপরদিকে ৬ষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীগণ এখন নতুন বই পাইতেছে না।